রলিক্ পিকচার্স লিঃ এর

ধ্রুব

পরিবেশনা · চিত্র পরিবেশক

বিমলচন্দ্র মল্লিকের

নিবেদন

রলিক পিক্‌চার্স্‌ লিমিটেড-এর

ধ্রুব

পরিচালনা

চন্দ্রশেখর বসু

রচনা, সংলাপ ও গান

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ

চিত্রগ্রহণ

বিভূতি চক্রবর্তী

শব্দগ্রহণ

নৃপেন পাল, এম্‌-এস্‌ সি

সংগীত পরিচালনা

বীরেন রায়

শিল্পনির্দেশনা

সত্যেন রায় চৌধুরী

কর্মসচিব

সুখেন চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপনায়

দ্বিজেন ভৌমিক

সম্পাদনা—**নানা বসু**

সহকারী

পরিচালনা— রবীন সরকার
বিমল ব্যানার্জি

চিত্রগ্রহণ— বীরেন ভট্টাচার্য
তরুণ গুপ্ত
রামনন্দন প্রসাদ

শব্দগ্রহণ— মানস মুখার্জি
শশাংক বসু

শিল্পনির্দেশ— অনিল পাইন

সম্পাদনা— শচীন চক্রবর্তী
মুকুল ভট্টাচার্য

রূপসজ্জা— বরেন দাস

আলোকসম্পাত গোপাল দত্ত, চিত্ত বড়ুয়া
শৈলেন, সতীশ, রামপদ

ভূমিকায়

শ্রীমান বিভু, অজিতপ্রকাশ, বাণী গাঙ্গুলী, যমুনা, স্বাগতা চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর, সুশীল রায়, সমীর মজুমদার, শ্রীপতি চৌধুরী, সুজিতকুমার, চন্দন ও

শ্রীমতী ইন্দ্রানী—মিস্‌ ইণ্ডিয়া

পরিস্ফুটন

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজ্‌ লিঃ

স্থিরচিত্র

শিল্পমন্দির

রাধা ফিল্মস্‌ ষ্টুডিওতে গৃহীত

প্রচারকার্যে

জেনারেল পাব্লিসিটি কর্পোরেশন লিঃ

উত্তানপাদ দিকভ্রান্ত হ'য়ে গহন অরণ্যপথে ছুটে চলেন, অবশেষে ক্ষীণ আলোকের রেখা তাঁর দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সেইদিকেই অশ্ব হয় চালিত। পথশ্রান্ত রাজা উত্তানপাদ তপবনের কুটীরে মিলিত হলেন তাঁর নির্ব্বাসিতা বড় রাণীর সাথে। সাধ্বী স্ত্রী সুনীতির স্বভাবগুণে রাজা মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর আন্তরিক পরিচর্য্যায় পক্ষকাল সানন্দে তপবনে বিশ্রাম করে তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে সুনীতিকে রাজধানীতে সমারোহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

হায়! নিয়তির এমনি পরিহাস যে রাজধানীতে রাজগৃহে সুরুচির ভৎর্সনায় রাজ-অন্তরের অভিলাষ সমূলে বিনষ্ট হল। অন্তরের দুঃখ অন্তরেই গুমরে মরে।

একদিন সুনীতি স্বপ্নে এক জ্যোতিষ্ককে মর্ত্তে নেমে আসতে দেখলেন। সুনীতি পুত্রলাভ করলেন; রাজগৃহে সুরুচিও পুত্রসন্তান লাভে বঞ্চিত হল না।

দিন যায়, মাস আসে, আসে বর্ষ। তপবনে সুনীতির পুত্র ধ্রুব ও রাজগৃহে সুরুচির পুত্র উত্তম শিশুবৃক্ষের ন্যায় বেড়ে ওঠে ভিন্ন উদ্যানের ভিন্ন মালীর আওতায়।

তপবনে সঙ্গীদের মাঝে পিতৃপরিচয় দানে অক্ষম ধ্রুবর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। মায়ের নিকট প্রশ্ন করে বালক জানতে পারে না তার পিতৃপরিচয়, অবশেষে এক তাপসীর নিকট সে পিতার সত্য-পরিচয় পেয়ে ছুটে চলে রাজগৃহপানে।

রাজা উত্তানপাদ প্রাণাধিক পুত্রের পরিচয় পেয়ে আপন সিংহাসনে তাকে সাদরে তুলে নেন। সুরুচি সতীনপুত্র ধ্রুবর

আগমনবার্ত্তা পেয়ে অন্তরের জ্বালায় সভাগৃহে ছুটে আসে। বিমাতার ভৎর্সনায়,—লাঞ্ছিত, অপমানিত ধ্রুব তপবনে ফিরে যায়।

পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ধ্রুব দেবতার স্নেহের আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে মায়ের অজ্ঞাতে ধ্রুব ছুটে যায় গভীর অরণ্যপথে শ্রীহরির সন্ধানে।

সুরু হয় ধ্রুবর কঠিন তপস্যা—দেবকুল হয়ে ওঠে তটস্থ, স্বর্গে দেবসভায় উর্ব্বশীর নৃত্যছন্দ যায় কেটে।—ধ্রুব শুধু কেঁদে ফেরে—'দেখা দাও, দেখা দাও পদ্মপলাশলোচন হরি'—ধ্রুবর এই অন্তরের আহ্বানে শ্রীমধুসূদন কি দেখা দেবেন? ভক্তের ভগবান কি সাড়া দেবেন? শাশ্বত কালের এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ধ্রুব।

সঙ্গীত

(১)

কত না রজনী বিফলে কাটিল
নয়নের দীপ জ্বালা।
দখিনা বাতাসে সুরভি বিলায়ে
শুকালো কত না মালা॥

বঁধুয়া তোমারে কোন যাদুকরী
রেখেছে বাঁধিয়া মায়াজালে ঘেরি
বিরহ শয়নে কেঁদে মরে তাই
অতসী কুন্দ বালা॥

দিবা চলে যায় সোনালী পাখায়
চম্পক তরুশাখে।
তোমারি লাগিয়া অধীর পাপিয়া
পিউ কাঁহা পিউ ডাকে॥

কোথা কোন ফুল-গন্ধ তোমারে
বুঝিবা ভুলালো ভাবি বারে বারে
প্রেমের দেউলে বিফলে সাজাই
আরতি অর্ঘ ডালা॥

(২)

জাগো জাগো
পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ হরে॥
যুগ যুগ প্রভু তব অনুরাগে
স্থাবর জঙ্গম জাগে।
চরণকমলপর অগণিত মধুকর
ভক্তহৃদয় গুঞ্জরে জাগো জাগো॥
হে মধুকৈটভ দর্পবিনাশন
হে কমলাপতে পাহি জনার্দ্দন
তারণ কারণ দুঃখ ভয় বারণ
নিত্য নিরঞ্জন ধরণী পরে॥

(৩)

বনে বনে ঘুরি কোথা তুমি হরি
কোথা তুমি নারায়ণ।
বনমালা গলে এসো বনতলে
ডাকে তোমা অভাজন॥
দেখা দাও ওগো দেখা দাও মোরে
গহন কানন মাঝে

চেয়ে দেখ হরি কত যে বেদনা
নিশিদিন বুকে বাজে ॥
পদ্মপলাশলোচন মেলিয়া
এসো গো দয়াল হরি
বেদনাসাগরে দাও হে তোমার
অভয় চরণতরী ॥
জীবনে মরণে তোমারি চরণে
সঁপিয়াছে তনুমন
দুঃখভয়হারী গোলকবিহারী
দাও প্রভু দরশন ॥

(৪)

রহি রহি অন্তরে বাজে বীণাযন্ত্র
মন্ত্র বুঝি না তব হরি।
তনুমন দিশাহারা দু নয়নে বহে ধারা
চরণকমল দুটি স্মরি ॥
দেব দৈত্য নর যক্ষ বিদ্যাধর
বন্দিছে পদযুগ হে চির সুন্দর ॥

মঞ্জির বাজে কার রিনি ঝিনি চঞ্চল চরণে
দুরু দুরু কম্পিত হিয়া মধুময় মিলনের লগনে।
বনে বনে বাজে প্রেমের বাঁশী।
গন্ধ বিলায় কুসুম রাশি রাশি।
সরমরাঙ্গা পারুল বধু তাকায় পথের বাঁকে ॥

নমো নারায়ণ হে পুরুষোত্তম
বিরাজিত ত্রিভুবন ভরি ॥
জনমে জনমে তব নামগান গাহি
হে করুণাময় দীন দয়াল প্রভু
কাণ্ডারী ভব পারাবারে।
জয় জয় হরে মুরারে ॥
শেষ নাগ তব আসন অভিনব
ক্ষীরোদ সিন্ধুশায়ী কী মহিমা কারে কব।
ভক্তহৃদয়ে চিরমধুবনকুঞ্জে
জাগ্রত লীলারূপ ধরি ॥

(৫)

দেখা দাও হরি শ্যামল বনের
ফলে ফুলে পল্লবে।
ঝর ঝর ঝর ঝর্ণাধারায়
বিহগের কলরবে ॥
তোমারি লাগিয়া চলেছি একাকী
গহন কাননে পাবো না দেখা কি ॥

(৭)

হরি বলো বলো কোথায় তুমি থাকো।
আকুল আমার—
চোখের জলে আকাশ-ভুবন ঢাকো ॥
মন যে আমার মুনির মত
মন্ত্রজপে অবিরত।
ধ্যান-ধারণার অন্ধকারে পথ যে চিনি নাকো ॥

কতদিনে প্রভু হেরিয়া তোমারে
নয়ন সফল হবে ॥
পথে পথে ঘুরি কাঙালের বেশে
রাতুল চরণ স্মরি।
ওগো তরুলতা বলো বলো মোরে
কোথা দয়াময় হরি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
গোলকবিহারী ডাকি নারায়ণে
কমল নয়ন করুণা করিয়া
দরশন দেবে কবে ॥

(৬)

ফাগুন হাওয়ায় লাগলো দোলা
কুরুবকের শাখে।
ফুলে ফুলে গুণ গুণ গুণ গুণ ফুলে ফুলে
চপল ভ্রমর আকুল সুরে ডাকে ॥
প্রেমের ঠাকুর মিনতি আজ
তোমার রাঙ্গা পায়ে
বাজাও তোমার মধুর বাঁশী
শ্যামল বনছায়ে ॥
ঘর ছেড়েছি তোমার লাগি
গভীর রাতি একলা জাগি
দিবসরাতি আলোছায়ায়
হাতছানিতে ডাকো ॥

স্মরণ রাখবেন— চিত্র পরিবেশকের পরিবেশনায়

আর্ট কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়ার—

রামী-চণ্ডীদাস

রামী—সন্ধ্যারাণী : চণ্ডীদাস—অসিতবরণ
চাঁপা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
জমিদার—কমল মিত্র : হারাধন—শ্যাম লাহা
নায়েব—সন্তোষ সিংহ
ভানু, রাধারাণী প্রভৃতি আরো অনেকে…

প্রস্তুতির পথে

মুভী টেকনিকের
প্রযোজনায়
গিরীশচন্দ্র ঘোষের

প্রফুল্ল

আর্ট কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়ার
প্রযোজনায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কানা

এইচ্, এস্, প্রোডাকশনের
প্রযোজনায়
অনুরূপা দেবীর

মন্ত্রশক্তি

(বাংলা)
সন্ধ্যা, জহর প্রভৃতি

—পৌরাণিক চিত্র—

তরণীসেন বধ

কাহিনী ও সংলাপ :
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্র পরিবেশক, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও টাইম্‌স্ প্রেস্ ৩৩ই, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত।